যুগান্তর

তারিখ 04 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

গণিত শিক্ষার নতুন পদ্ধতি 'কুমন'

যুগান্তর রিপোর্ট

গণিত শিক্ষার নতুন পদ্ধতি বাংলাদেশে চালু করেছে ব্র্যাক। 'কুমন' নামে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ৪ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ের পাঠ দেয়া হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দক্ষ ও প্রশিক্ষিত হিসেবে বেড়ে উঠবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে শিশুদের ব্যতিক্রমধর্মী এ শিক্ষা-সহায়ক পদ্ধতির কেন্দ্র উদ্বোধন করেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানসম্মত শিক্ষার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় জাপান যেমন সর্বোচ্চ মানের, তেমনি পিএইচডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমেরিকা সর্বোচ্চ স্থানে আছে। এ দেশ দুটির সফলতার অন্যতম বড় কারণ মানসম্মত শিক্ষা। তাই গুণগত শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ব্র্যাক জাপানের 'কুমন' সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে এর সেন্টার চালু করেছে। বর্তমানে দুটি সেন্টার চালু হলেও আগামী দুই বছরের মধ্যে আমাদের আরও কয়েকটি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। 'কুমন' পদ্ধতি শিশুদের গুণগত শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কুমন এশিয়া ও ওশেনিয়ার প্রেসিডেন্ট আতসুশি ইয়ামাদা বলেন, আমি বিশ্বাস করি,

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

গণিত শিক্ষার নতুন পদ্ধতি 'কুমন'

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশের শিশুদের স্বতন্ত্র মেধা বিকাশ ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে 'কুমন' পদ্ধতির এ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। কারণ ইতিমধ্যে এ শিক্ষা পদ্ধতি একটা দর্শন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯৫৮ সালে জাপানের শিক্ষক তরু কুমন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সামর্থ্য ও মেধা অনুযায়ী গণিত শেখাতে বিশেষ পদ্ধতি চালু করেন। তার নাম অনুসারে যা 'কুমন' নামে পরিচিত। 'কুমন সেন্টার' নামে অভিহিত এ শিক্ষা কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে ব্র্যাক-কুমন শীর্ষক ২৭ মাসব্যাপী একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায়। পরবর্তী পর্যায়ে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোয় ২০টি কেন্দ্র চালু করা হবে। যেখানে শিশুরা কুমন পদ্ধতিতে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে তাদের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পাবে। ব্র্যাক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব ল্যাংগুয়েজের (বিআইএল) পরিচালক সৈয়দা সারওয়াত আবেদ, জাপান দূতাবাসের মন্ত্রী তাকেশি ইতো, ব্র্যাক-কুমন প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেহাল বিন হাসান, জাপানের রিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিয়োশি কাশাহারা, কুমন চিলড্রেনের অভিভাবক সুনিদা উইতাকারান প্রমুখ। কুমন কর্মসূচি বিশ্বের ৫০টি দেশে বিস্তৃত হয়েছে। ৪২ লাখের অধিক ছাত্রছাত্রী এ পদ্ধতিতে বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছে।